# ভারতবর্ষে জ্যাজ এবং বিশ্ব-সঙ্গীত

মৈনাক 'বাম্পি' নাগচৌধুরী

'জ্যাজ' শব্দটির উৎপত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খেলার মাঠ থেকে ১৮০০ শতাব্দীতে। চকমকে বা তাক লাগানো কিছু একটা বোঝাতে জ্যাজ কথাটা ব্যবহার করা হয়। পরে এই শব্দটির একটি নতুন ধারার গান-বাজনাকে বোঝানো বা চিহ্নিতকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৮০০ শতাব্দীর শেষের দিকে আফ্রিকান, আমেরিকান বা নিগ্রোদের মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে দুটি শ্রেণির বিভাজন দেখা যায়। একটি অত্যন্ত ধনী, আরেক শ্রেণি খুবই গরিব। এই গরিব শ্রেণির মানুষদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়। এর জের এতই বেশি ভয়ঙ্কর ছিল যে, এই শ্রেণির মানুষরা, যারা বেশির ভাগই ছিল দীনমজুর তাদের বিনা কারণে (গেম) **Game** বা **Sports** (স্পোর্টস) হিসেবে খুনও করা হত। এই শ্রেণির মানুষদের উপর অর্থনৈতিক এবং অমানবিক অত্যাচার এতই বাড়তে আরম্ভ করে যে তার ফল হিসেবে চুরি, ডাকাতি, খুন, ছিনতাই একদিকে বাড়তে থাকে, অন্যদিকে বেশ্যাবৃত্তি অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই বেশ্যাবৃত্তিকে কেন্দ্র করে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক অত্যাচারকে কেন্দ্র করেই জ্যাজ-এর জন্ম। গ্রাহক বা খরিদ্দারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য দ্রুত গতির এবং খুব অল্প গতির যুগলবন্দি নাচ এবং আনুষঙ্গিক গান বাজনা সেটির '**Rugtime**' বলে প্রচলিত হয়। সেটি 'জ্যাজ'-এর প্রথম ফর্ম।

১৯১০-এর আগে এদের মধ্যে নামজাদা জ্যাজ (**Jazz**) বাজিয়ে ছিলেন স্কট জ্যাপ্‌লিন। এই সময় জ্যাজ-এর মূলযন্ত্র ছিল পিয়ানো। প্রায় দুই দশকের মধ্যে এই নতুন ধারার বাজনা গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় হয়ে পড়ে। এবং এই নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ বলরুম ড্যান্স-এর আকার নেয়। এবং সেখান থেকে **Jazz** সমাজে স্বীকৃতি পায়। এই সময় স্যাক্সোফোন, ক্লারিওনেট, ট্রামপেট নিয়ে বিগ ব্যান্ড বা বলরুম জ্যাজ অর্কেস্টার প্রচুর গোষ্ঠীবদ্ধ বা দল সমাজে নাম কুড়োতে শুরু করে। তারমধ্যে **Bemmy Goodmen**-এর মতো বাজিয়েরা প্রমুখ ছিলেন। ১৯২০-১৯৩০ এই সময়টি ভারতবর্ষেও একটি পরিবর্তনের সময়। কারণ আমাদের দেশ তখন রাজনৈতিক, সামাজিকভাবে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ব্রিটিশ শাসনের ফলে এবং প্রধানত তাদের শিক্ষাব্যবস্থার ফলে উচ্চ, মধ্য ও ধনী ভারতীয়রা এই শিক্ষাব্যাবস্থা গ্রহণ করেন এবং তার সঙ্গে গ্রহণ করেন বিদেশি বা পশ্চিমী গান-বাজনাও। সুতরাং তখন ইউরোপীয় ও ধনী ভারতীয়রা বা **elite** ভারতীয়রা আমোদ-প্রমোদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একইভাবে বলরুম ড্যান্স বা বলরুম জ্যাজ বা বিগ ব্যান্ড জ্যাজ-এ গা ভাসিয়ে দেন। কলকাতা এবং মুম্বাই-এ প্রচুর নামজাদা এবং জ্যাজ বাজিয়েরা বিদেশ থেকে এসে অনুষ্ঠান করে যান। তাদের মধ্যে লিয়ন অ্যাবে ব্রিকেট স্মিথ, টেডি ওয়েদার ফোর (যিনি লুই আমস্ট্রং-এর সঙ্গেও রেকর্ডিং করেছিলেন) রোয়াকটিনোর ইনার প্রমুখ ছিলেন। ১৯৩৫ সালে লিওন অ্যাবে একজন **Minnesota (USA)** ভায়োলিন বাদক ও তাঁর আটজন-এর জ্যাজ ব্যান্ড নিয়ে মুম্বইতে এসে অনুষ্ঠান করে গিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে স্বদেশি সচেতনতা— যার রাজনৈতিক আর সামাজিক প্রভাব হিসেবে ভারতবর্ষের নাগরিকদের প্রধানত গোয়ার বাসিন্দাদের মধ্যে জ্যাজ মিউজিক-এর চলন, স্বীকৃতির লক্ষণীয় প্রভাব ফেলে। ইন্ডিয়ান জ্যাজের সূত্রপাত এই সময় থেকেই চিক চকলেট, ফ্র্যাঙ্ক ফরন্যান্ড, রুডিবাটিন, হ্যাল এবং হেনরি গ্রিন, পামেলা ম্যাকারথি এবং ক্রিসপ্যারি এনারা প্রমুখ শিল্পীরা তখন জ্যাজ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯০০-১৯৩০ অব্দি ভারতবর্ষে ন্যাশনলিস্ট মুভমেন্ট বা দেশাত্ববোধ এবং স্বাধীন ভারত নিয়ে সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এই সচেতনার মধ্যে ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের বুদ্ধিজীবীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। মজার বিষয় হচ্ছে যারা স্বরাজ্য বা স্বতন্ত্র ভারতবর্ষের ভাবনা নিয়ে এগিয়ে আসেন তাদের বেশির ভাগই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তৈরি করা শিক্ষা ব্যবস্থারই প্রোডাক্ট এই ছাত্রছাত্রীরা। ইংরেজি মাধ্যমে তৈরি করা শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার সঙ্গে এই শ্রেণির ভারতীয়দের জীবন-যাপন বা দৈনিক জীবনেও বহু পরিবর্তন দেখা যায় এবং এই দৈনন্দিন জীবন-যাপনের মধ্যে গান বাজনাও একটি অংশ হিসেবে থাকে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব বা চর্চা এইভাবে ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করে। আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায় স্কটিশ হাইলেন বা পাহাড়ের ধ্বনির গভীর প্রভাব দেখতে পাই বা বালিনিস নাচ এবং গানের প্রভাবও তাঁর লেখায় দেখা যায়। ১৯০০-১৯৩০— এই ৩০ বছরে ভারতবর্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন যেমন দেখা যায়, এই একই রকম পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও দেখা যায়। **New Orleans** জ্যাজ মিউজিক-এর আঁতুর ঘর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ৩০ বছরের মধ্যে প্রধানত ১৯০০-১৯১০ এ জ্যাজ মিউজিক-র প্রভাব চার্চে গাওয়া গান বা **Gospel, Marching Band** এবং আফ্রিকায় সুর এবং তাল যেটা **Creole** বলা হয়, এইসব কিছুর প্রভাব জ্যাজ মিউজিক-এ পড়তে থাকে যা নিম্ন শ্রেণি বা নিম্ন মধ্যবিত্ত আফ্রিকানদের মধ্যে, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রিয় হতে থাকে। নিউইয়র্ক, চিকাগো, কানসাস সিটি এই শহরগুলিতে জ্যাজ-এর ব্রাস ব্যান্ড খুবই জনপ্রিয় হতে থাকে। তাদের মধ্যে ইউবি ল্যাক দ্বারা প্রভাবিত জেমস পি জনসন, জেমস ইউরোপের ব্রেক ক্লাব অর্কেস্ট্রা প্রমুখ। কিড অরি অরিজিনাল **Creole** জ্যাজ ব্যান্ড ১৯২২-এ প্রথম রেকর্ডিং করেন। এরা প্রথম আফ্রিকান, আমেরিকান জ্যাজ ব্যান্ড যারা নিজেদের গান রেকর্ডিং করেন। এই সময় চিকাগোতেও কিং অলিভার, বিল জনসন তাদের 'হট জ্যাজ' নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই সময় বিখ্যাত ব্লুজ গাইয়ে বেসি স্মিথ তাঁর প্রথম রেকর্ডিং করেন। ১৯২৪ -এর কাছাকাছি জ্যাজ-এর জগতে আর এক তারকা উদয় হয়। তাঁর নাম লুই আমাস্ট্রং। জ্যাজ মিউজিকে, ১৯০০-১৯২০-এর পরিবর্তন প্রধানত **Rugtime** থেকে সরে যাওয়া। মূল কারণ বাজনার নতুন পদ্ধতি প্রধানত **improvisation** জন্য। এই **improvisation** সুরের দিক থেকে বেশি কিন্তু তালের দিক থেকে বেশি ছিল না, যেমন গিটার। এই সময় জ্যাজের মধ্যে আরবিক সুর প্রবেশ করে। আফ্রিকায় পাঁচটি নোটস্, পেনটাটনিক স্কেলের প্রবেশে এবং জিপসিদের গান বাজনার ব্যবহার দেখা যায়। ব্রাস ব্যান্ড ছাড়াও এই সময় গিটার এবং ভায়োলিন বা ব্যাঞ্জো এবং ভায়োলিন নিয়ে তৈরি ছোটো গোষ্ঠী বা স্মল কম্বো ও হতে দেখা যায়। তাদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় নাম ছিল জ্যাঙ্গো রাইডার।

*(ক্রমশ)*